ডায়মণ্ড কমিকস্
প্রাণ
চাচা চৌধরী ও ব্যাঙ্ক লুটেরা
DB- 4 Rs. 15.00
U.S. $ 0.45

ব্যাংক লুঠেরা

ব্যাংকের সামনে একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল
ব্যাংক

ভাগ্যি ভালো ব্যাংকে ভিড় নেই।

তাড়াতাড়ি এই ব্যাগটা নোটে ভরে দাও, নইলে....!
ক্যাশিয়ার

ঠিক আছে, যদি চেঁচাও তো গুলি করে দেব।

বাঃ, তোমার নকল বন্দুক দারুন কাজ দিল
তাড়াতাড়ি পালাও, যদি ওরা জানতে পারে ওটা নকল তবে আমরা ধরা পড়ে যাব।

ধরো! ডাকাত!
ব্যাংক

চাচা চৌধুরী! ওরা ব্যাংক লুট করে পালাচ্ছে!

তাড়াতাড়ি স্কুটার স্টার্ট করো

ঐ গাড়ীটাকে ফলো করো, ঐ ডাকাতরা ব্যাংক লুট করে পালাচ্ছে

দুজন লোক স্কুটারে আমাদের ফলো করছে
হা-হা! গাড়ীর সঙ্গে স্কুটার কি করে এঁটে উঠবে?

চাচাজী পাগড়ির ফাঁস তৈরী করলেন

মহাবীরের জয়
এ ফাঁস চলতি গাড়ীর ওপর ছুঁড়ে দিলেন

আরে, ও আমাদের গাড়ীকে ফাঁস আটকেছে ! গতি বাড়াও!
420

আর গতি বাড়াতেই
হা-হা, খুব আনন্দ হল্যে
শোঁ-ও-ও!
?

চাচা চৌধুরী পাগড়ির ফাঁসে পলায়মান ডাকাতদের ধরতে গিয়ে নিজেই মুশকিলে পড়ে গেছেন।
ব্যাটাকে আজ ভাল করে আমাদের পিছনে লাগার মজা টের পাইয়ে দাও

আরে!

আমার ঘুড়ি!

হাঃ-হাঃ! পেছনের দৃশ্যটা একবার দেখ
C.271

বাঃ! দারুণ মজা!

সেই সময়, অপর দিক থেকে মোগা সিং-এর ট্রাক আসছিল
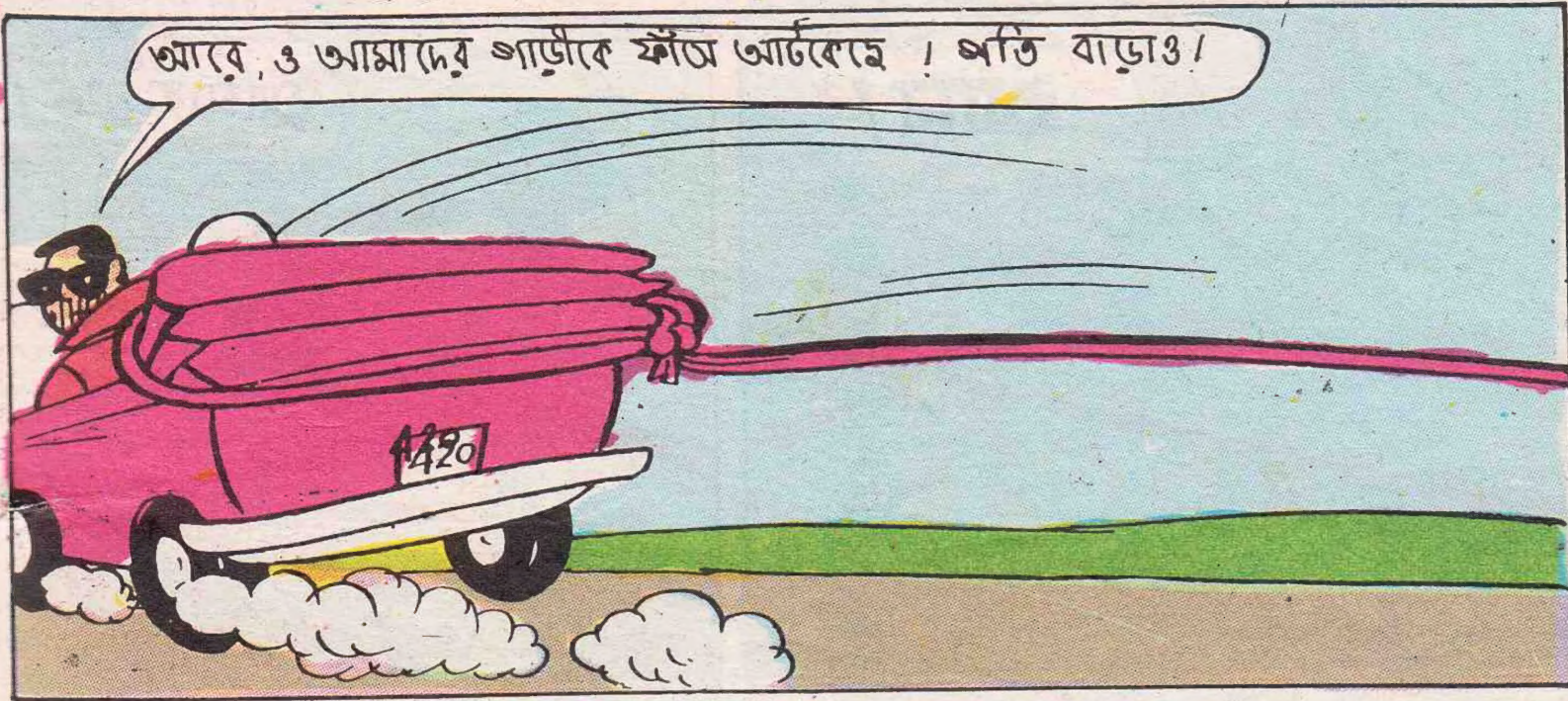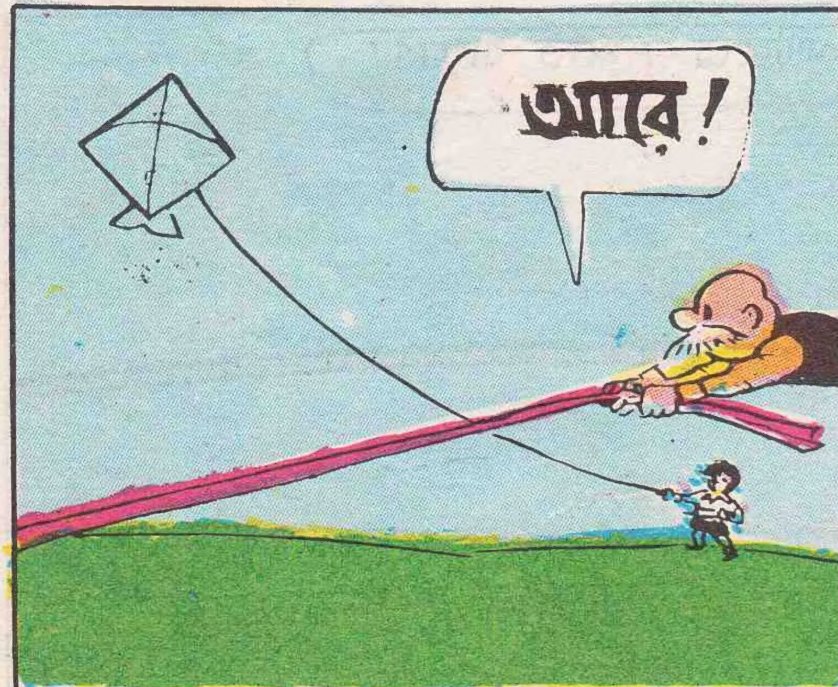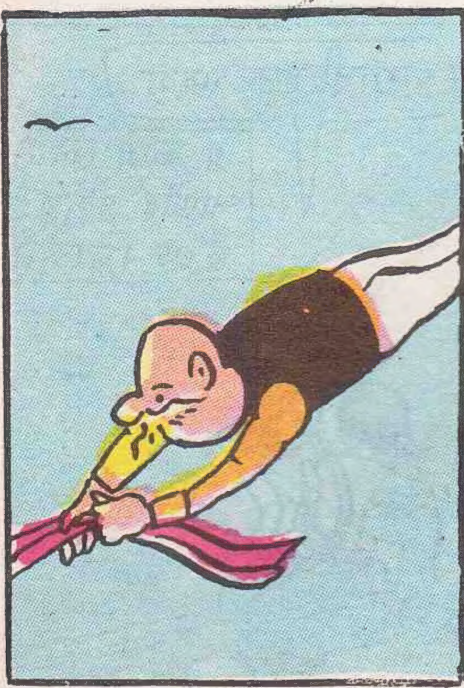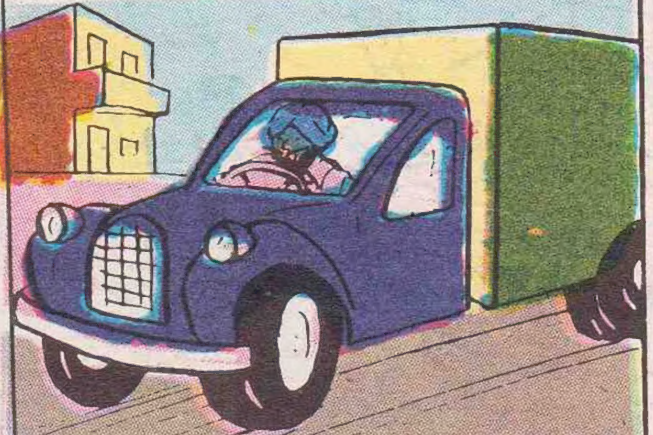
বাঃ! গাড়ীর পেছনে মানুষ উড়ছে. এমন তো কখনও দেখিনি
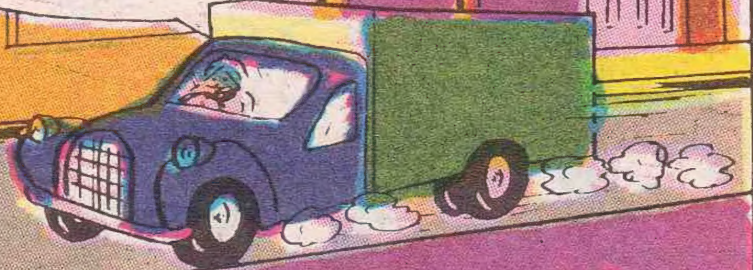
ধাক্কা
420

মারো!
একেবারে মেরে ফেল!

ওহ!
চাচা চৌধুরী রাগলে শত্রুর নিস্তার নেই

হায়!

দয়া করো!
যাদের তোমরা লুট করেছ সেই ব্যাংকের লোকেদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইবে চলো

প্যারে দুলারে

প্যারে
হ্যাঁ, দুলারে
ঐ লম্বু আসছে, এসো ওকে রং দিই।

হোলি হ্যায়!
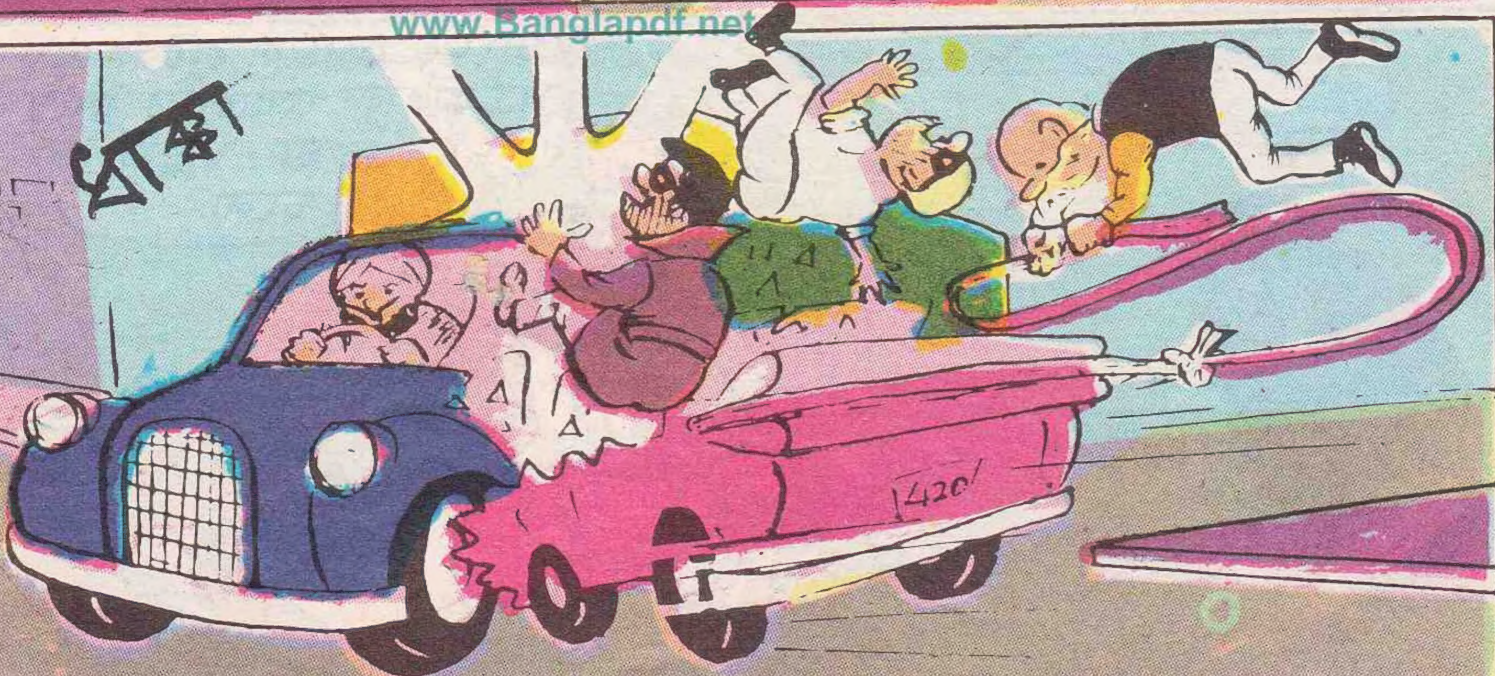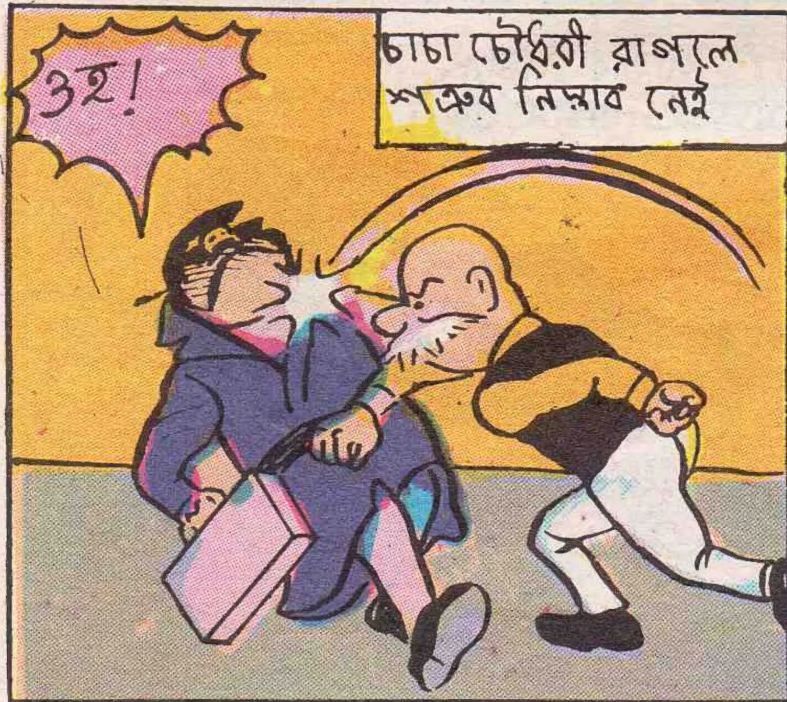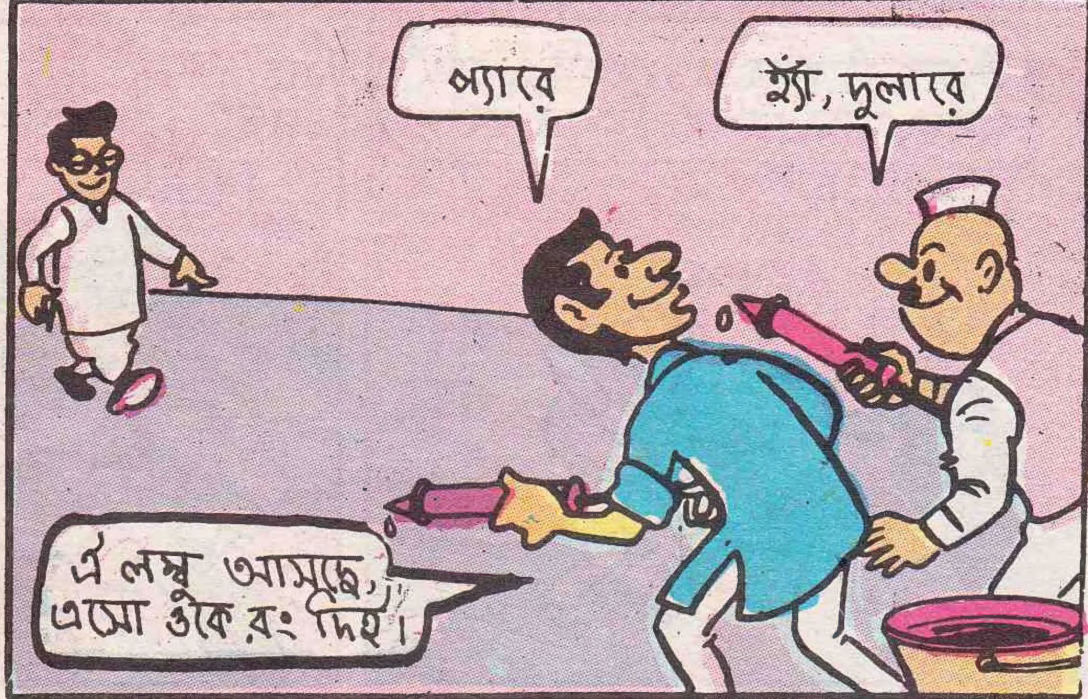
বদমাশ! চাচা চৌধুরীকে রং দিতে পারলে বুঝতাম

প্যারে, এই চাচা চৌধুরীটা আবার কে?
বড় সাংঘাতিক লোক। ওকে আজ পর্যন্ত কেউ হারাতে পারেনি
কেন?

কারন ও প্রচণ্ড বুদ্ধিমান
চাচা চৌধুরীর মগজ কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর — এক প্রবাদ

পিচকারী ভরে নাও। আজ দেখব, চাচা চৌধুরী কি করে বেঁচে পালায়
BANGLAPDF.NET

নাও, ওকে কাছেই পাওয়া গেছে
বাঁচবার সুযোগ না দিয়ে রং দাও

হোলি হ্যায়

আরে এ তো কাদু পালোয়ান, আমরা বুঝতে পারিনি লাল পাগড়ি দেখে চাচা চৌধুরী মনে করেছিলাম।

পাজিরা, লাল পাগড়ি কি আর কেউ বাঁধতে পারে না ?
হায়,
© PRAN'S FEATURES

হায়, পালোয়ান আমাদের তুলো ধুনে দিয়েছে।
আমার হাড়গুলো ছাতু করে দিয়েছে।

দুলারে, দেখো সামনে চাচা চৌধুরীর জানলায় কলসী রাখা রয়েছে।
মনে হচ্ছে কলসীতে খেজুর গুড় আছে। চলো কলসী ভেঙে খেজুর গুড় খাই। চাচা চৌধুরী ভাববে এটা নিশ্চয়ই কোন শয়তান বাচ্চার কাজ।
ওরা পাথর ওঠাল
অড়!
ওহ!
ফু-রু-র
বোকার দল, ওতে আবীর রাখা ছিল

অতিথি

সাবু, দেখোতো কারা আসছে এদিকে
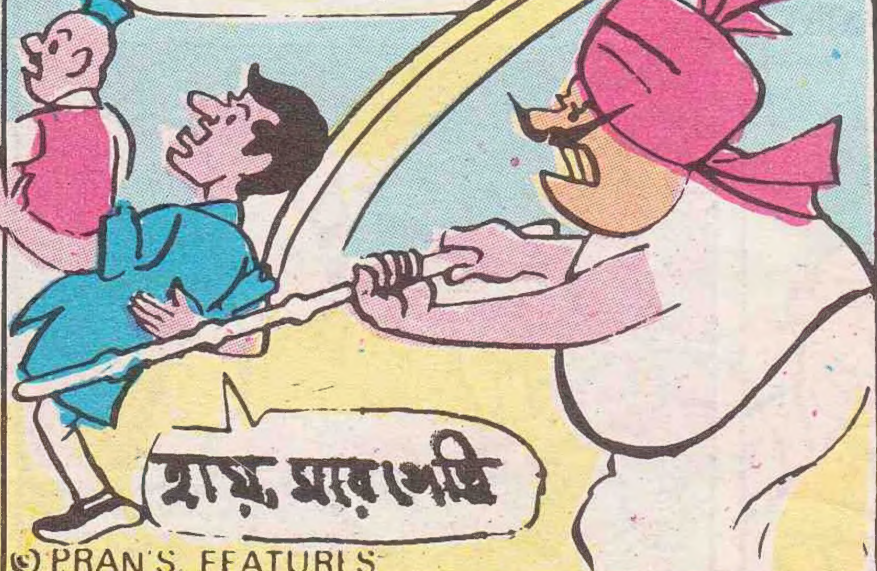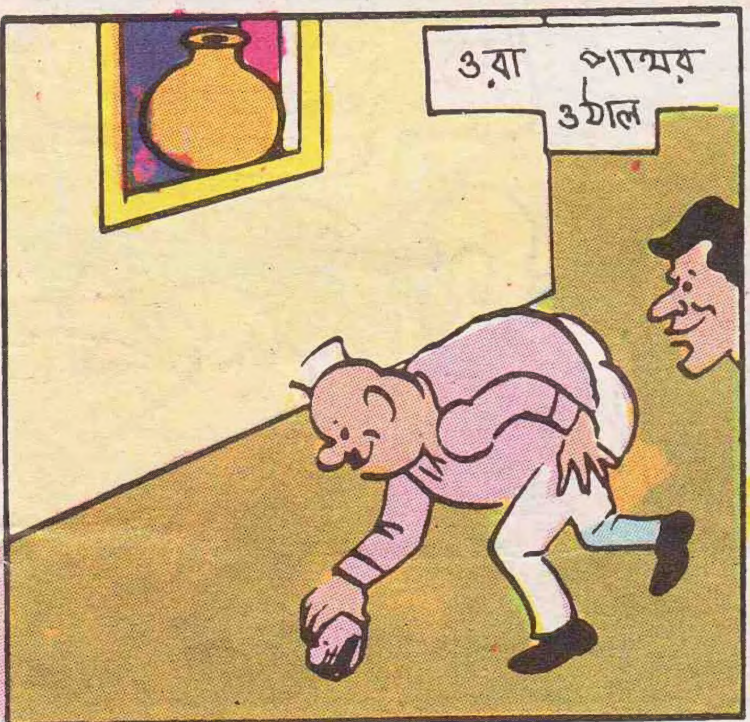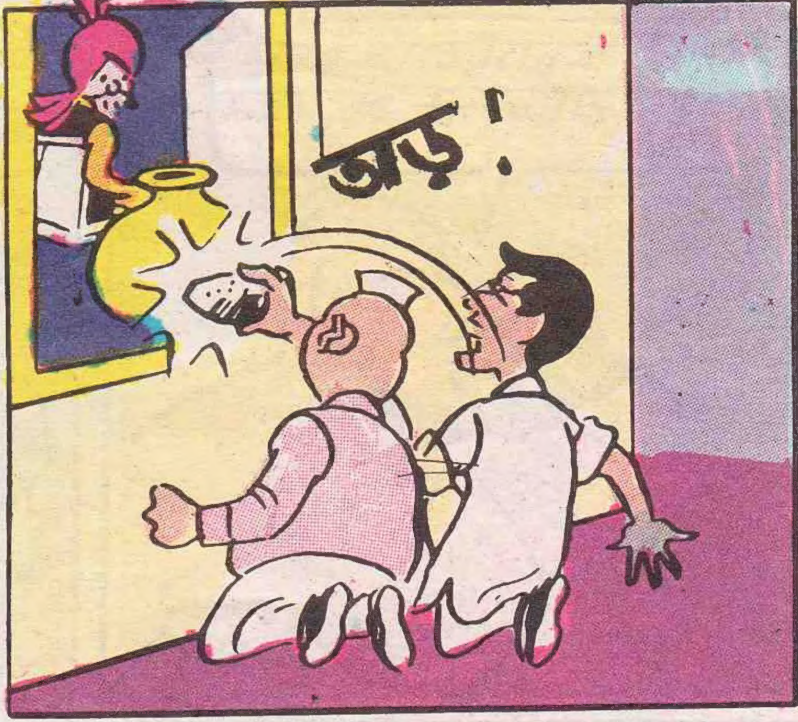
শেঠ ছদামীলাল আর শেঠ বাদামীলাল আসছেন

বলুন শেঠজী, হঠাৎ কি মনে করে ?

আমি আপনাকে আজ দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।
চুপ ছদামীলাল চাচাজী আজ দুপুরে আমার সঙ্গে খাবেন।
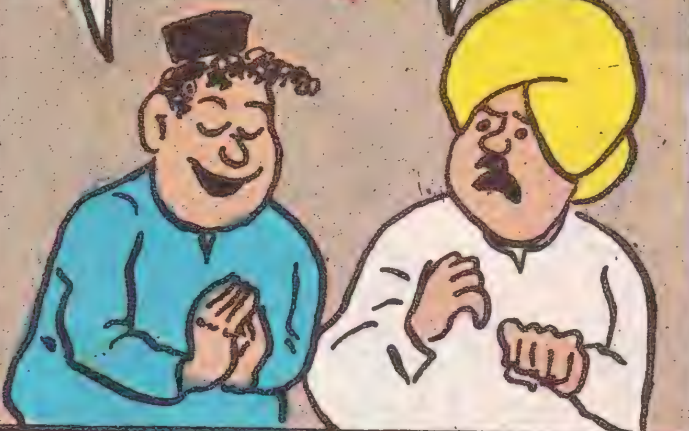
ছদামীলাল - বাদামীলাল ঝগড়া কোর না। আমি আজ খাবার জন্যে কোথাও যেতে পারব না।

কেন ?

আজ আমার উপবাস। কিন্তু আমি তোমাদের নিরাশ করব না

আমার এই দুই সাথী মাবু আর টিঙ্কু মাস্টার তোমাদের ওখানে খেতে যাবে।
আজ এরা আমার বাড়ীতে চলে আসুক

না, আজ এরা আমার অতিথি হবে
পাগল হয়েছ? আমি ওদের নিমন্ত্রণ করে ফেলেছি

ঝগড়া কোরনা, আমি মীমাংসা করে দিচ্ছি। এরা একজন করে তোমাদের দুজনের বাড়ীতে যাবে।

রাজী
এটাই ভাল হবে।

কিন্তু খাবার এদের আকার অনুযায়ী বানিও।
আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

দুপুরে
খাবার সময় হয়ে গেছে যাওয়া যাক
আমি ছদামীলালের কাছে যাচ্ছি, তুমি বাদামীলালের কাছে যাও।

নমস্কার শেঠজী খাবার তৈরী তো?
তুমি?

আমি সাবুর মতন খাবার তৈরী করেছি, এখন তোমাকে এই সব খাবার খেতে হবে।

শেঠ বাদামীলালজী, নমস্কার
সাবু, তুমি?

আমি ভেবেছিলাম টিঙ্কু মাষ্টার এখানে আসবে। সেইজন্যে ভাই, যা কিছু তৈরী হয়েছে - এই নাও।

দাদুর
উপহার

তোমরা আমার খুব সেবাযত্ন করেছ। আমার ইচ্ছে বাকী তীর্থস্থানগুলোতে ঘুরে ঘুরে বাকী জীবনটা কাটাব। সেইজন্য আমি চল্লাম।

তোমাদের সেবায় আমি খুব খুশী। তাই এই ঢোল তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। এটা বাজাও, নাচো, গাও আর আনন্দে থাকো।

তুমি তো বলতে যে, 'সবুরে মেওয়া ফলে'। দাদু যাবার আগে আমাদের ধনসম্পত্তি দিয়ে যাবেন। এখন নাও এই পুরোন ঢোল গলায় ঝুলিয়ে দিনরাত বাজাও।

হায় হায়। আমরা শেষ হয়ে গেছি।
বরবাদ হয়ে গেলাম।

সাবু, আমি একটু দেখে আসছি ভেতরে কে কাঁদছে।
হায় ঠকে গেছি, শেষ হয়ে গেছি

কি ব্যাপার? কাঁদছ কেন?

আমরা বহুদিন মনপ্রাণ দিয়ে দাদুর সেবা করেছিলাম। আশা ছিল তীর্থে যাবার আগে উনি আমাদের কিছু সম্পত্তি বা নগদ টাকা দিয়ে যাবেন।

কিন্তু উনি আমাদের এই পুরনো আর বেসুরো ঢোল দিয়ে গেছেন।

প্রচুর টাকার দেনা আমাদের ঘাড়ের ওপর। ঢোল নিয়ে আমরা কি করব?

দেখো, গুরুজনেরা যা করেন, ভালই করেন।

না, আমি এই ঢোল রাখব না। এক্ষুনি এটাকে আমি ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছি।

অ্যাঁ? এ কি?

ঢোলের ভেতরে নোটের বান্ডিল।
তাও আবার সব একশো টাকার।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, আমি ঢোলটা ভেঙেছি, পুড়িয়ে ফেলিনি।

চলো ভাই সাবু আমরা এগোই।

বেলুন

আরে ভাই বাবন্দমল, সক্কাল সক্কাল বন্দুক নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?
শের (বাঘ)-এর খোঁজে

আমার কাছে কয়েকটা শের (পদ্য) আছে।

সত্যি।
বলো, কার শের (পদ্য) শুনবে? গালিবের না জিগর মোরাদাবাদীর?

একটু দূরে—
বেলুন বেচার কাজটা ভালই। বেকার বসে বসে হাড়ে দুব্বোঘাস গজিয়ে গেল।
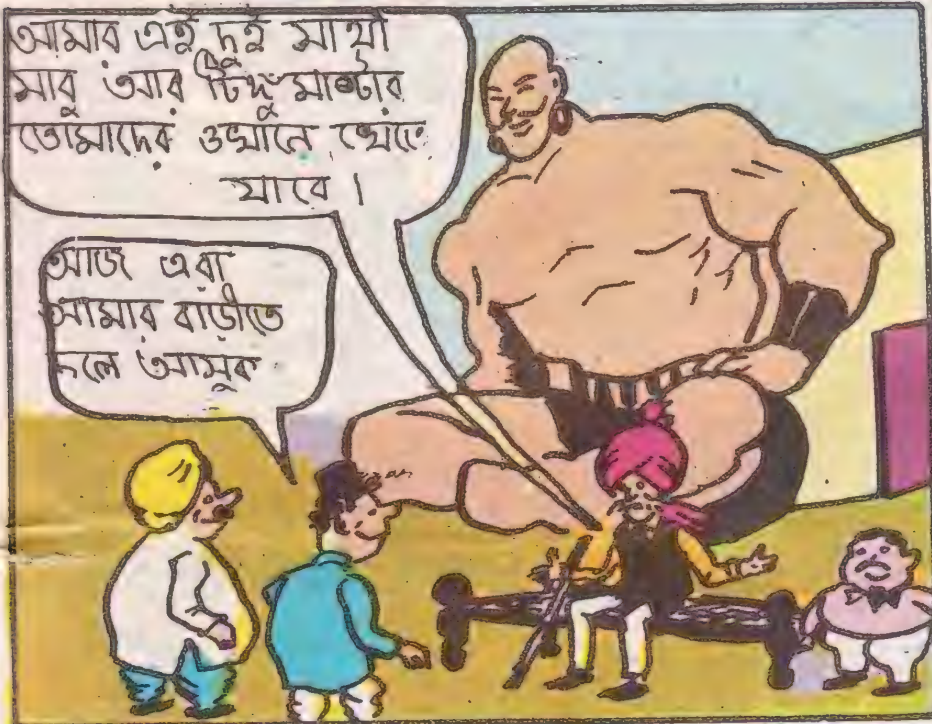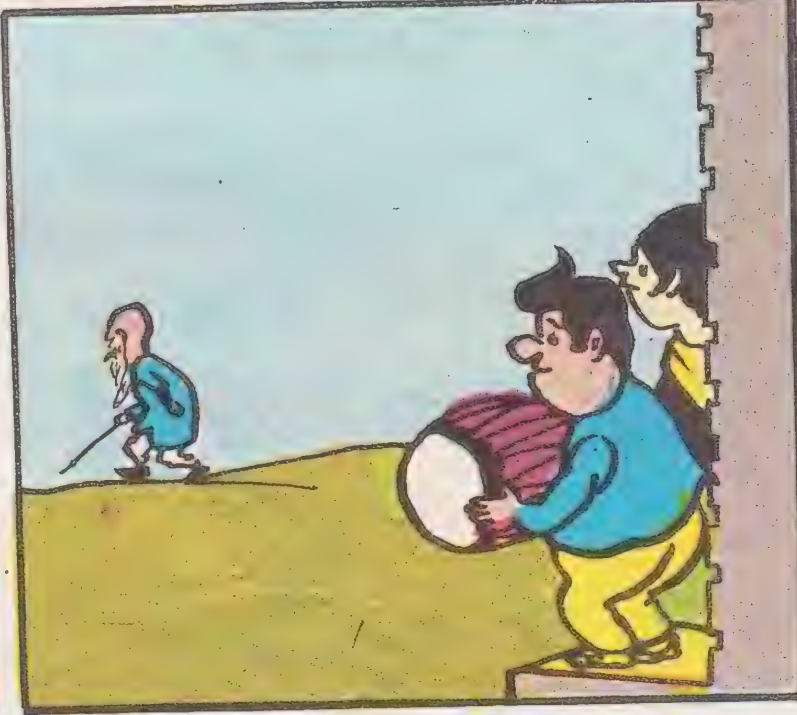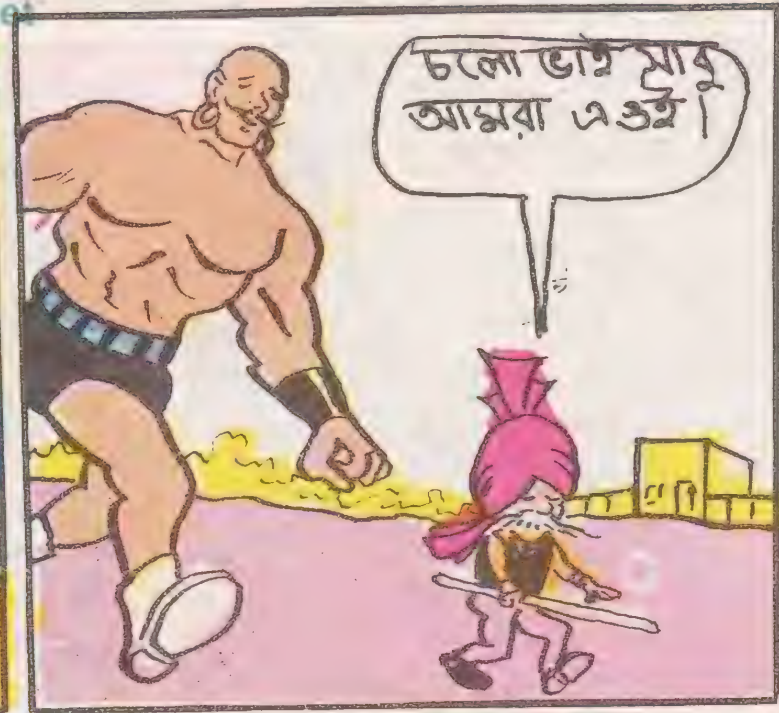
টিপ্পু মাস্টার সাবুর শ্যাম বেলুন দেখতে পেল
সাবু, একটা শ্যাম বেলুন আমায় দাও।

ভাল করে ধোরো

আরে, গ্যাস বেলুন, তো আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে

বাবা রে, মরে গেছি। বাঁচাও।

আরে, টিপু মাস্টার তো আকাশে উড়ে যাচ্ছে। চাচা চৌধুরীকে জানানো উচিত।

চাচাজী, তাজ্জব ব্যাপার। টিপু মাস্টার আকাশে উড়ছে।

আরে, ও তো বিনা টিকিটেই আমেরিকা পৌঁছে যাবে।
বেলুনটাকে ফাটিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

মূর্খ, যদি আমি বেলুনটাকে ফাটিয়ে দিই, তবে মাটিতে পড়ে হাড়ের পাউডার হয়ে যাবে। দাও বন্দুক।

ওকে এমন জায়গায় নামাতে হবে যাতে চোট না লাগে।

এটাই নিরাপদ জায়গা
ঠাঁয়
চাচা চৌধরী গুলি ছুঁড়লেন

ভড়াম

টিঙ্কু মাস্টার, হাত ধরো।

সাবুর বদহজম

টেঁকুর.... টেঁকুর....

আরে সাবু, কি হয়েছে?

চাচাজী, বদহজম হয়ে গেছে। চোঁয়া ঢেঁকুর উঠছে। পেটে যন্ত্রনা হচ্ছে।

কাল রাতে নেমন্তন্ন বাড়ীতে আমি তোমাকে বারবার বেশী খেতে মানা করেছিলাম, কিন্তু তুমি শোননি। এটা তারই পরিনাম।

চাচাজী, এই কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার রাস্তা বাতলান নইলে মরে যাব।

ওষুধের দোকান থেকে এক হাজার হজমী গুলি কিনে খেয়ে নাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

চলো বেটা সাবু, এখন ওষুধের দোকান খুঁজে বেড়াও

এই যে দাদা, তাড়াতাড়ি এক হাজার হজমী গুলি দিন।
কেমিস্ট

এক হাজার! আরে ভাই দু-এক ডজন চাইলে দিতে পারি। বেশী মাল রাখিনা। এজন্যে তোমাকে যেতে হবে পাইকারের কাছে।
বাপরে! এখন পাইকারকে খুঁজে বের করো

এক হাজার হজমী গুলি দিন।
ওষুধের পাইকারী বিক্রেতা

সাবু, তুমি একটু দেরী করে ফেলেছ। সমস্ত হজমী গুলি আমি এইমাত্র শহরের স্টকিস্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন তোমায় কারখানায় যেতে হবে।

ওষুধের কারখানা এখান থেকে দশ-বারো কিলোমিটার দূর

আরে ভাই, কি হয়েছে?
ওষুধের কারখানায় আগুন লেগে গেছে।

নাও, আমি এমন সময়ে পৌঁছলাম, যখন এতে আগুন লেগে গেছে। সব হজমী গুলি নষ্ট হয়ে গেল
আমি মরে

ভাগ্য ভাল, পাশেই নদী রয়েছে।

ফু-র-র-র

ধন্যবাদ সাবু! তুমি কারখানার আগুন নিভিয়েছ, আমি তোমায় এক হাজার হজমী গুলি বিনা পয়সায় দেব
ম্যানেজারবাবু, এখন আমার ওর দরকার নেই

হজমী গুলির জন্য এত দৌড়তে হয়েছে যে, যা খেয়েছিলাম সব হজম হয়ে গেছে
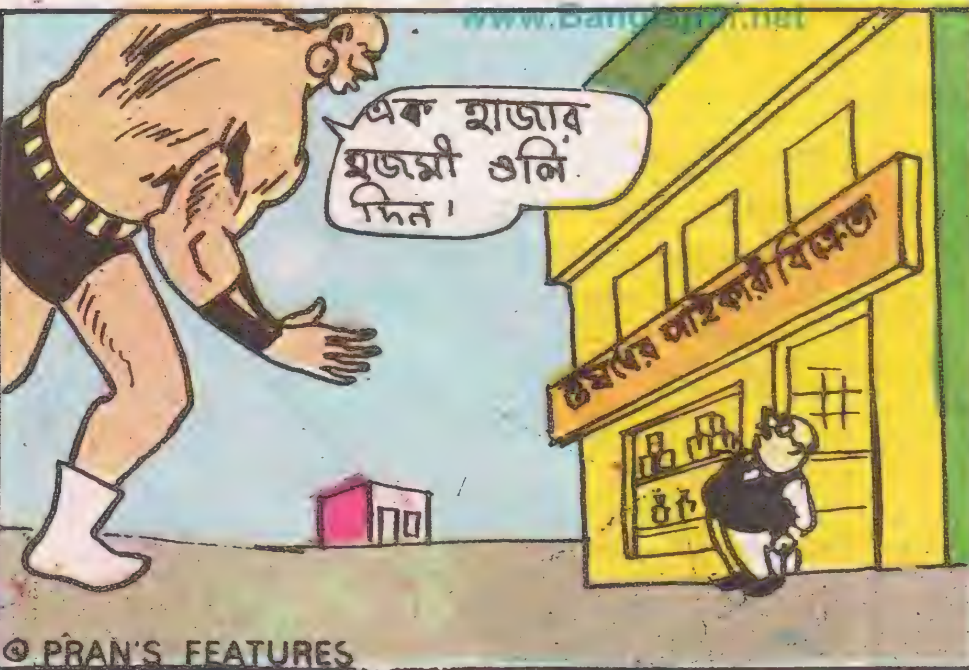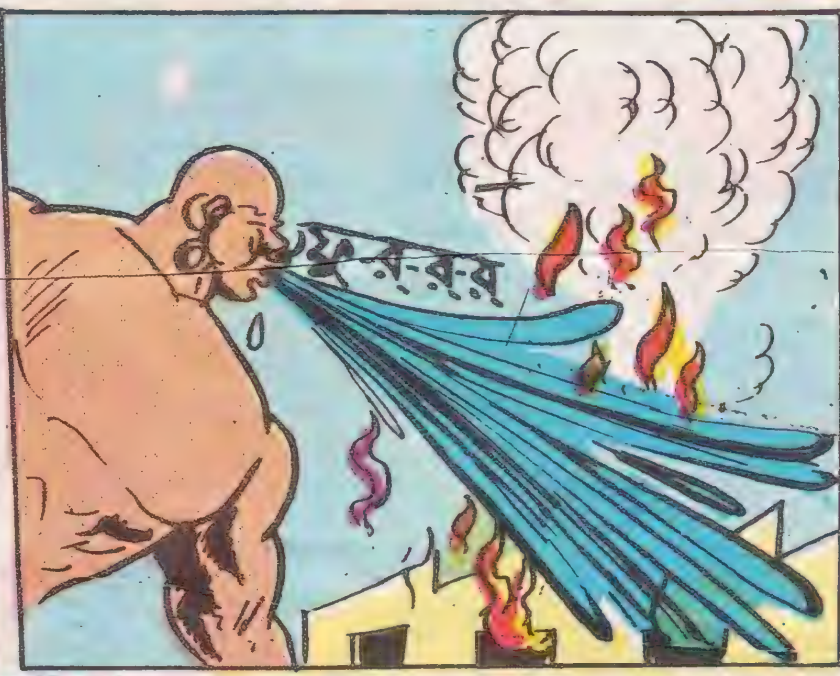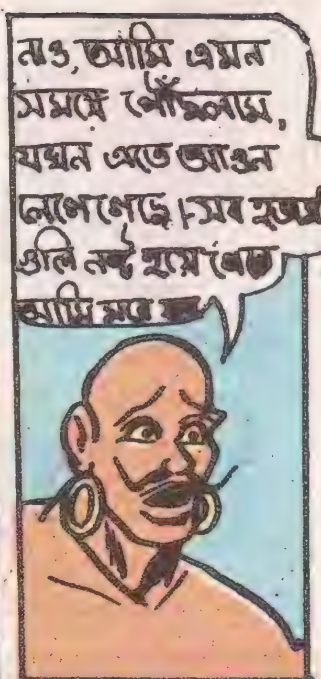
চিকিৎসা

চাচাজী, কেউ একজন দৌড়ে এদিকে আসছে

কি ব্যাপার পাঁপড়চাঁদ, এত উতলা কেন?
চাচাজী, শীঘ্র চলুন
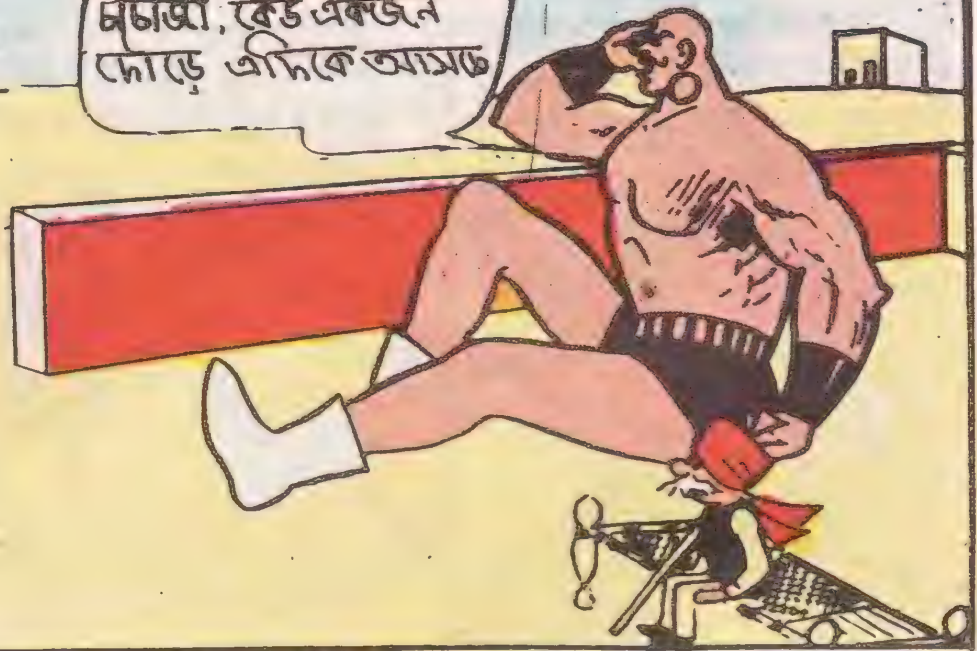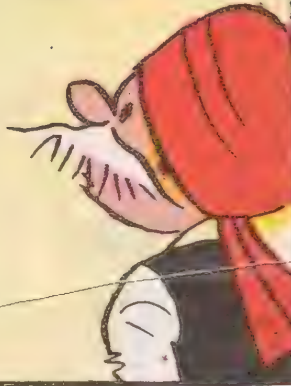
আমাদের শেঠ লোটারাম খুব অসুস্থ
তোমাদের শেঠ অসুস্থ তা কোনও ডাক্তারকে ডেকে দেখাও।

দেশ-বিদেশের প্রচুর ডাক্তার দেখিয়েছি, কিন্তু কারও ওষুধে কোনও লাভ হয়নি। আপনি না গেলে শেঠজী মরে যাবেন।

যান চাচাজী। হয়ত আপনি গেলে বেচারা বেঁচে যেতে পারে

www.Banglapdf.net

চাচাজী একটু আস্তে। আপনার গতি তো তুফান মেলের চেয়েও বেশী।
আমার দম আটকে

বাড়ী পৌঁছে
এই নিন ওষুধের পুরিয়া। রোজ এসে এক পুরিয়া করে সাত দিন নিয়ে যাবেন।
এক সঙ্গে সাত পুরিয়া আজই দিন না।

যেমন বলেছি, তেমন করুন
আচ্ছা বাবা

দ্বিতীয় দিন
বলুন শেঠজী, শরীর কেমন?
একটু ভাল, পুরোপুরি নয়
যদি সাতদিন ধরে ওষুধ খান, ভাল হয়ে যাবেন। এই নিন দ্বিতীয় পুরিয়া।
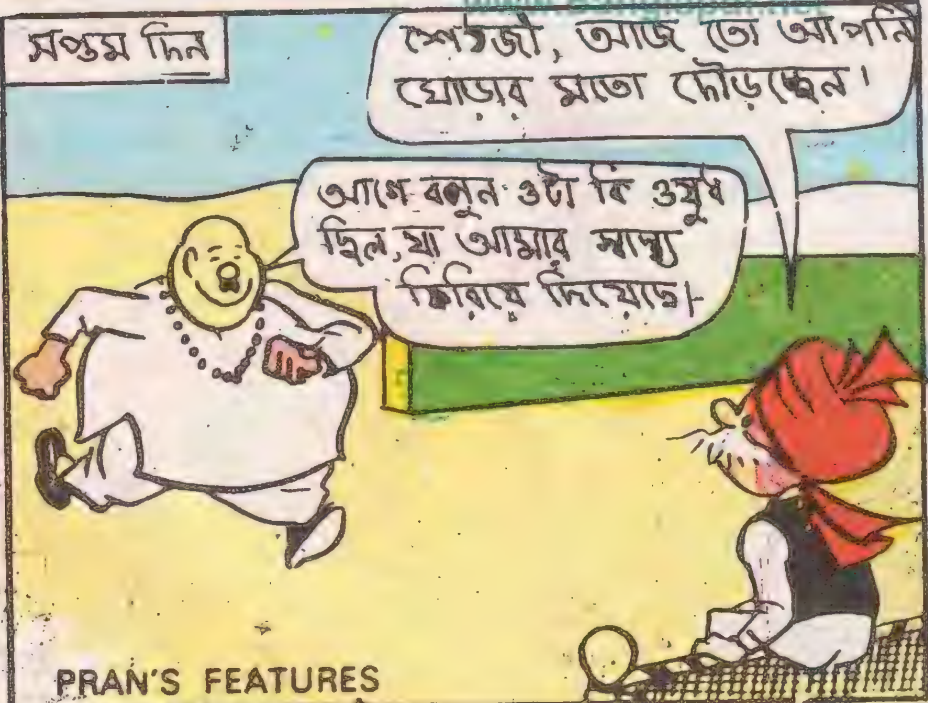
সপ্তম দিন
শেঠজী, আজ তো আপনি ঘোড়ার মতো দৌড়চ্ছেন।
আগে বলুন ওটা কি ওষুধ ছিল, যা আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছে।
PRAN'S FEATURES

ওটা কোন ওষুধই ছিল না। তোমা
আমি নুনের পুরিয়া দিয়ে গেছি।
তোমার যাওয়া আসার পরিশ্রমে।
ফলেই তুমি সুস্থ হয়েছো। পড়ে থাকলে লোহাতেও জং লাগে।

গোবরসিং-এর
চাল

ডাকাত সর্দার গোবর সিং একদিন বলল
ছেদু, আমি চাচা চৌধুরীকে খতম করব বলে ঠিক করেছি

সর্দার, এর আগেও তো আপনি কতবার ভেবেছেন। কিন্তু যতবার চাচা চৌধুরীর মুখোমুখি এসেছেন, ততবার হাত-পা ভেঙে ফিরে এসেছেন।

এবার আর সেরকম হবে না। আমি খুব সুন্দর প্ল্যান করেছি।

পাহাড়ের ওপর ঐ পাথর রাখা আছে। আমি চাচা চৌধুরীকে এখানে ফুসলিয়ে নিয়ে আসব, ও যখন কথা বলবে আমার সঙ্গে, তুমি ওপর থেকে পাথর ঠেলে দেবে। ও পাথরের চাপে মরে যাবে।
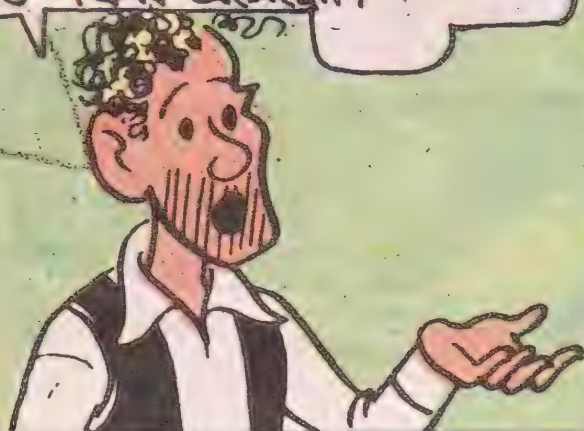
আমি চাচা চৌধুরীকে আনতে যাচ্ছি।
সর্দার! এই পিস্তল আর গুলি দেখে ও এখানে আসবেই না।

আরে, এটা তো আমি ভুলেই গেছিলাম। এগুলো তুমি রাখো

তুমি পাহাড়ের উপর যাও, আমি আসছি।

চাচাজী, আমি ডাকাতি, লুটপাট, খুন সব কিছু ছেড়ে এক ভদ্রলোক হবো ঠিক করেছি।

গোববর সিং, তুমি ভদ্রলোক হয়ে জীবন কাটাতে চাও জেনে আমি খুব খুশী হয়েছি।

চাচাজী, আমি আপনাকে আমার গুরু করতে চাই। চলুন আরাবলী পাহাড়ের নীচে আপনি আমাকে মন্ত্র দেবেন।

হ্যাঁ চাচাজী, এবার আমাকে গুরুমন্ত্র দিন।

এই সুযোগ! যাও!

গোবরসিং, এক সেকেণ্ড দাঁড়াও আমি গুরুমন্ত্রের সঙ্গে তোমায় এই ফুল দিতে চাই।

আরে, সর্দার! তুমি?
হায়, মরে গেছি! বাঁচাও!

বর বাবাজী

একদিন রেল স্টেশনে –
দিল্লী
তরবুজী রাম, এ আবার তোমার কি সাজ?

চাচাজী, আজ আমার বিয়ে

এরও বারোটা বেজে গেল

কোথায় হচ্ছে তোমার বিয়ে?
আগ্রায়।

সব বরযাত্রী কোথায়?
ওরা আগের ট্রেনে উঠে বসে আছে।

ওর বুজীরাম, গাড়ীর সময় হয়ে গেছে
চিন্তার কিছু নেই। জল খেয়েই আমি গাড়ীতে যেচ্ছি

আরে, গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে
সাব, আমায় সাহায্য করো, ঠিক সময়ে আগ্রায় না পৌঁছুতে পারলে সারা জীবন অবিবাহিত থাকতে হবে।
চিন্তা কোর না, ঠিক পৌঁছে যাবে।

আমি তোমাকে এত জোরে ছুঁড়ে দিচ্ছি যে তুমি চলন্ত গাড়ীর ছাদে গিয়ে পড়বে।
এই নাও।

সাবুর আন্দাজ ঠিক। আমি ঠিক গাড়ীর ওপর গিয়ে পড়ব।

গাড়ী আগ্রা পৌঁছুলে, মেয়েপক্ষ স্টেশনেই ছিল
সব বরযাত্রীরা নামছে

কিন্তু বর কোথায়?
কোন কামরায় বসে আছে হয়ত।
কেউ গিয়ে বরকে খোঁজো।

আমি প্রত্যেক কামরায় খুঁজেছি, কিন্তু বরের কোনো পাত্তা নেই।
তাহলে ও গেল কোথায়?

আমি এখানে। সাবু একটু জোরে ছোঁড়ার ফলে যাত্রী কামরার বদলে ইঞ্জিনের কয়লা ওয়াগনের ওপর পড়েছি।

নববর্ষের
উপহার
চাচাজী
শুভ নববর্ষ।

শুভ নববর্ষ! বলো খুশীরাম, কি খবর?
আপনার আশীর্ব্বাদে কেটে যাচ্ছে

চাচাজী, এটা কি? এক হাতে ছোট টুপি; অন্য হাতে বড় টুপি?

প্রতি বছর এই দিনে আমি সাবু আর টিঙ্কু মাস্টারকে উপহার দিই। এই টুপি দুটো ওদের জন্য ফ্যাক্টরীতে অর্ডার দিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরী করানো।

গিন্নী ধরো! টুপি দুটো বাড়ীর পেছনের উঠোনে রেখে দাও।

ডিঙ্গ-মাস্টার, তুমি জানো না। সাবু এই পৃথিবীর নয়-জুপিটারের প্রাণী। ওখানে মানুষের এই রকমই বয়স হয়।
তাহলে আমাকেও ওখানে পাঠিয়ে দিন।
বাড়ীর পেছনের উঠোনে দুটো টুপী রাখা আছে তোমাদের জন্যে। যাও, নিয়ে নাও।
হু-র-রে!
কি মজা!
আরে, এ কী? চাচাজী যখনই কোন জিনিষ আনেন, কিছু না কিছু গন্ডগোল করবেনই।
এই টুপী ছোটো আমাদের মাথায় হচ্ছে না।
এদিকে নিয়ে এসো।
হে ভগবান! এদের বুদ্ধি কবে হবে?

ভক্তির মহিমা

একদিন চাচাজী সাবুকে বললেন
সাবু, একটু সময় করে ভগবানের নাম কর।

এতে কিছু লাভ হবে?
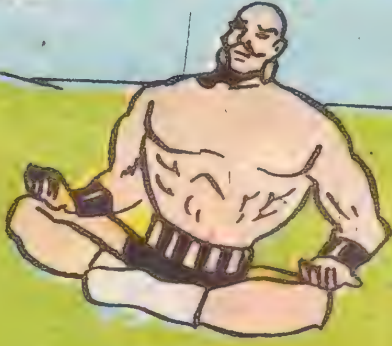
নিশ্চয়ই হবে। একমাত্র রামনামই মানুষকে আজীবন সঙ্গ দেয়।

যদি তাই হয় তবে আমি এখুনি মাঠে গিয়ে তপস্যা শুরু করে দিচ্ছি।
C.244

সাব ফাঁকা মাঠে তপস্যা শুরু করিল
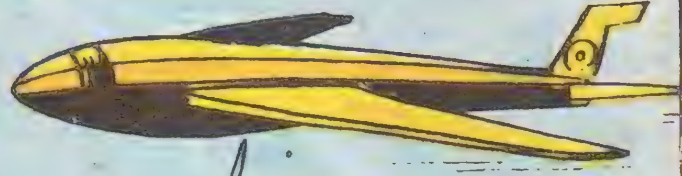
চোরাকারবারীদের প্লেন...
সর্দার, এয়ারপোর্টে পুলিশের কড়া পাহারা। আমাদের প্লেন আমেরিকান মুদ্রায় ভর্তি। আমরা ধরা পড়ে যাব। কারণ, এ সবই চুরির ডলার।

ঠিক আছে, তুমি সব ডলার রাস্তাতেই ফেলে দিয়ে নিজে প্যারাশুট করে ঝাঁপ দাও।
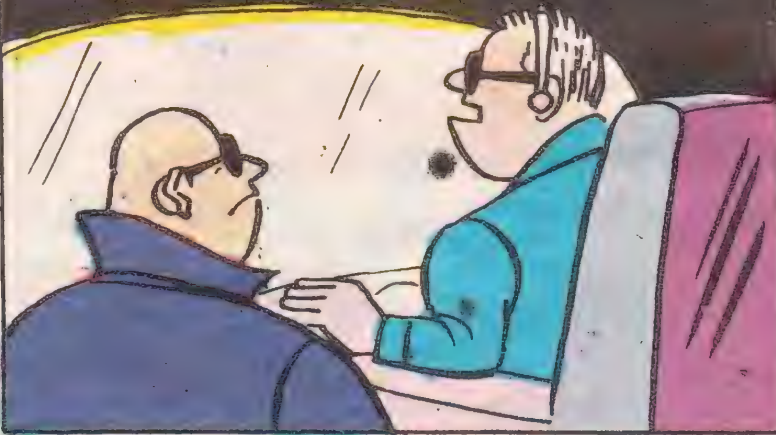
আমি এয়ারপোর্টে খালি প্লেন নিয়ে নামব। পুলিশ এতে কিছুই পারে না। পরে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে নেব।

ডলারের বাণ্ডিল প্লেন থেকে পড়তে লাগল

কয়েকটা বাণ্ডিল সাবুর ওপর পড়তে তার ধ্যানভঙ্গ হলো
ধপ্!
ডলার! চাচাজী ঠিকই বলেছিলেন যে, ভগবানের নাম নিলে লাভই হয়
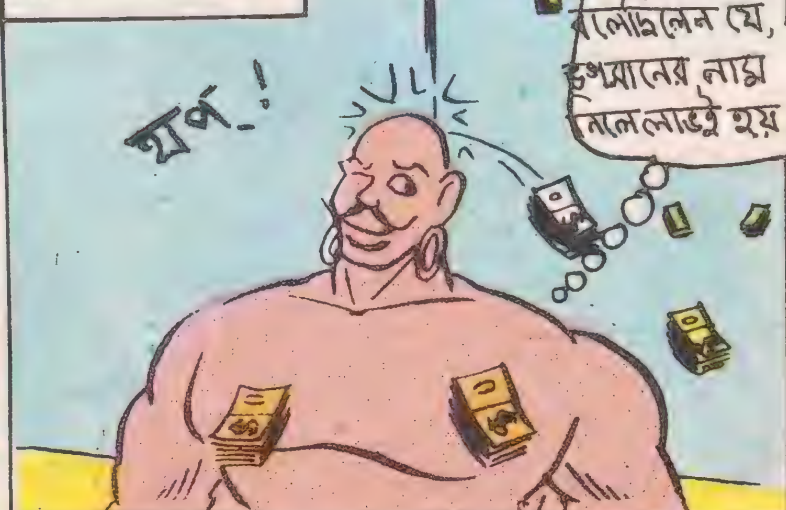
সরদার, প্লেনকে একটা চক্কর খাওয়াও। যাতে আমি ডলারের জায়গায় পড়ি

ধড়াম

বাঃ ভগবান! প্রথমে তুমি আকাশ থেকে ডলার বৃষ্টি করালে, তারপর দর্শন দিতে নিজে চলে এলে। আমার তপস্যা সার্থক।
?

চাচা চৌধুরী সাবুকে খেতে ডাকতে এসে অবাক হয়ে গেলেন
ডলার? এসব এখানে এল কি করে? নিশ্চয়ই চোরাকারবারীদের কাজ।

বাঃ ভগবান! তোমার অসীম মহিমা
আরে এই সাবু। এ ভগবান নয়, চোরাকারবারী

চোরাকারবারী? তাহলে চলুন ব্যাটাকে পুলিশে দিয়ে আসি
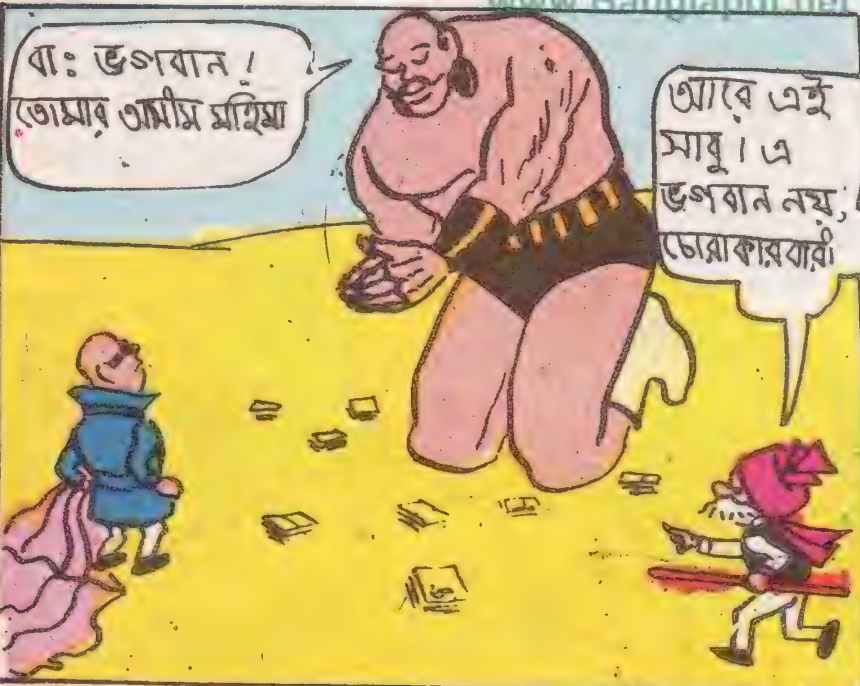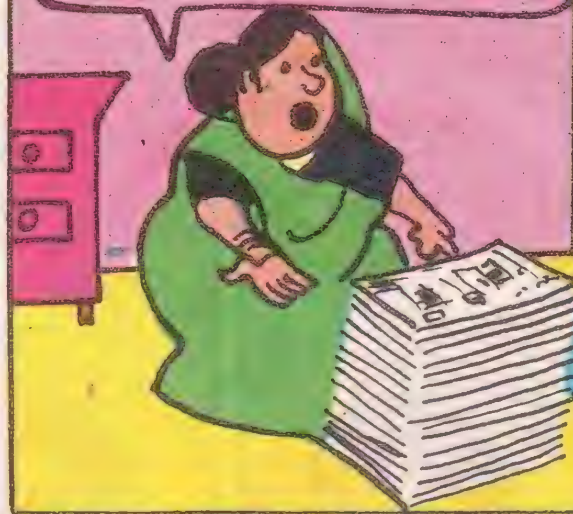
ওরা রদ্দির গাঁটরি নিয়ে নাত্থু রদ্দিওয়ালার দোকানের দিকে চলল

নাত্থু রদ্দিওয়ালার দোকানের পিছনের রাস্তা

নাণ্টু রদ্দিওয়ালা

ওকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেল

এখন মনের সুখে যা চাও নিয়ে নাও

এই টি.ভি-টা মনে হচ্ছে নতুন।
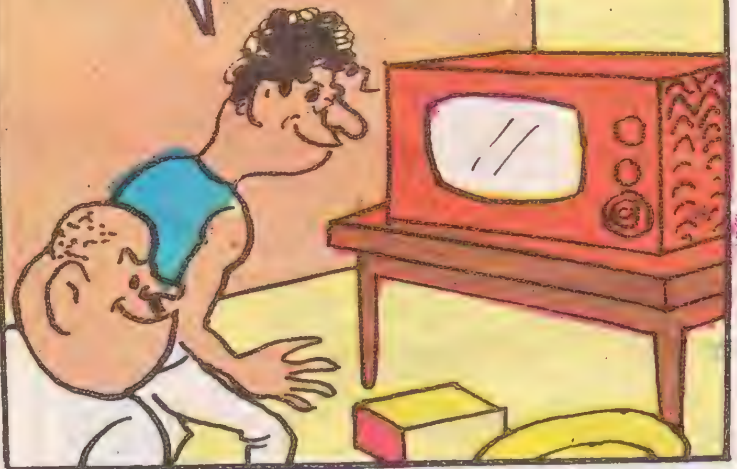
এটাকে এই কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া যাক
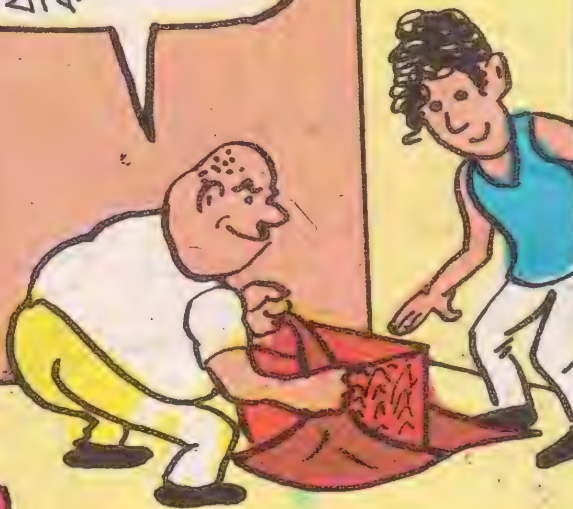
পালাও !

টিন্দু মাষ্টার, গাঁটরি নামিয়ে একটু জিরিয়ে নাও'

আরে ঘোটন, তুমি বড্ড হাঁফিয়ে গেছ। টি.ভি.টা নামিয়ে একটু জিরিয়ে নাও।

চাচাজী, এবার যাওয়া যাক
তোল নিজের গাঁটরি

নাম্বু রদ্দিওয়ালার দোকানে
আরে, তোমার এই অবস্থা কে করল?

চোরেরা আমার টি.ভি. নিয়ে পালিয়েছে
চিন্তা কোর না। আগে আমাদের রদ্দি কেন। আমরা তারপর দেখছি।

গাঁটরি খুলতেই
আরে, এই তো আমার টি. ভি। সাবাশ।

ওদিকে
ঘোটন, বাড়ী এসে গেছে। টি ভি বার কর।

?
?

কথা বলা গাছ

শহরের বাইরে এক পুরনো গাছ আছে
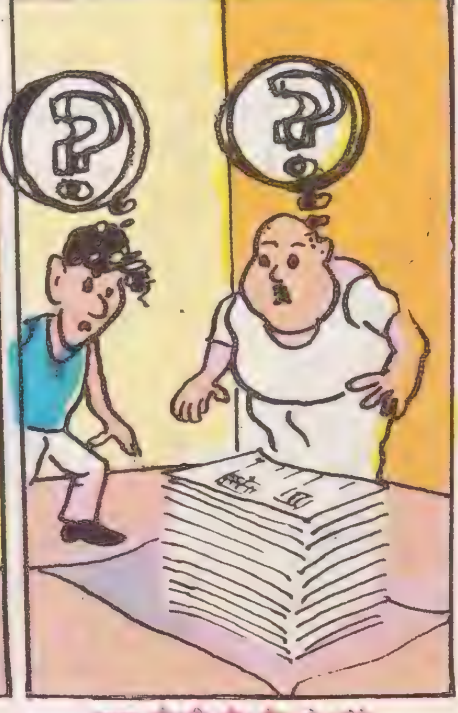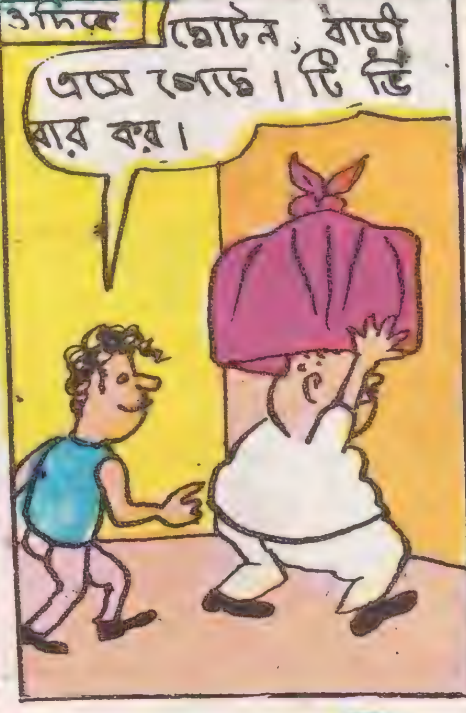
পরিশ্রান্ত পথিক গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে

একদিন গাছের ভেতর থেকে আওয়াজ এল
পথিক, আমার ছা
ছায়ায় তুমি আরাম করছ। তার মাশুল দাও।

আরে, গাছ আবার মাশুল চাইছে?

আমার সঙ্গে তর্ক? এই নে!
ড়ড়!
C.249

গাছ দেবতা, ক্ষমা কোর এই আমি আমার টাকার ব্যাগ তোমার পায়ে রাখলুম।

পথিক এগিয়ে চলল

একটু দূর গিয়ে...
চাচাজী, একটু শুনুন

আজ আমি একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখেছি। এ আদমিটা নিজের ছায়ার মাশুল চাইছে
আদমি আর ছায়ার মাশুল?

এসো আমার সাথে
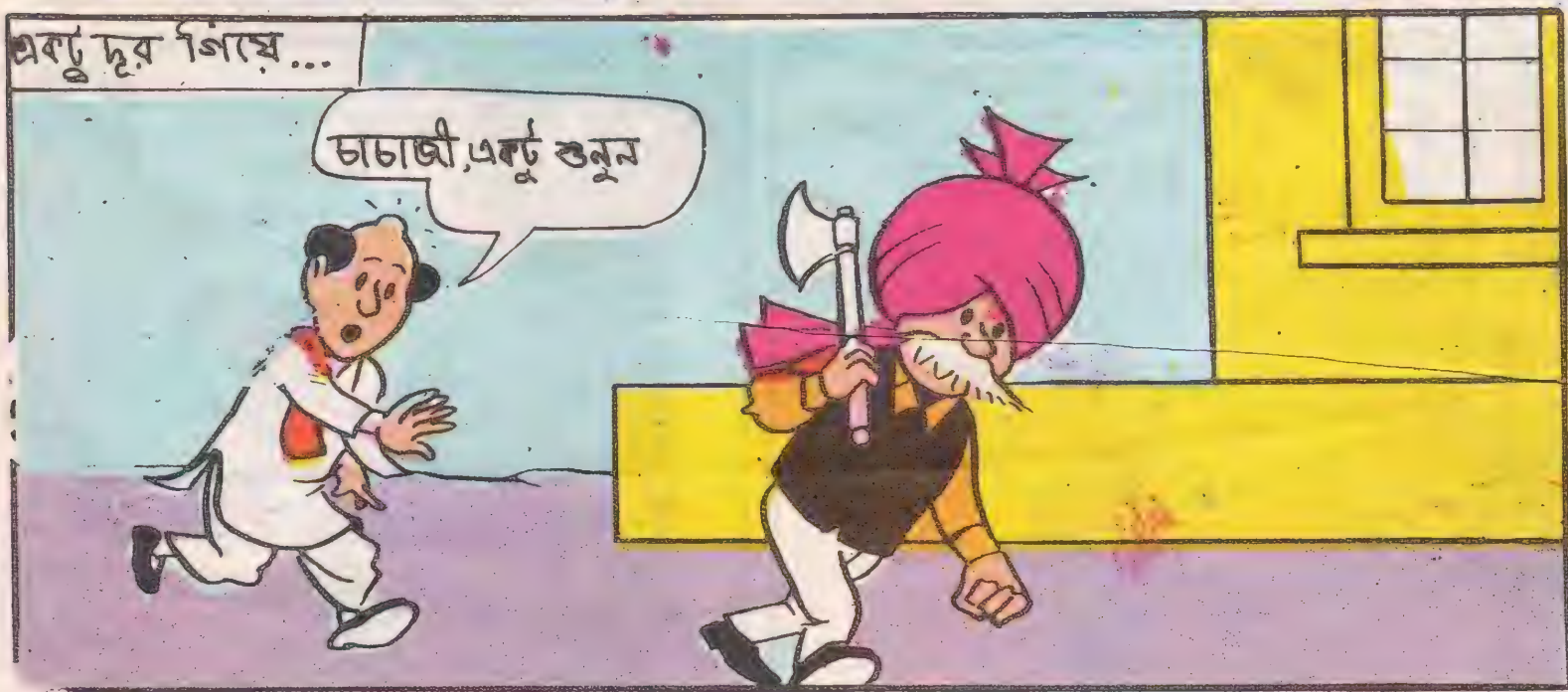
গাছের ভেতর থেকে আবার আওয়াজ এল
পথিক, আমার ছায়ায় বসতে হলে মাশুল দিতে হবে

আওয়াজটা খুবই চেনা-চেনা মনে হচ্ছে

বসতে নয়, তোমায় কাটতে এসেছি। সামলাও, এই কুড়ুল মারলাম।

না-না! গাছের সঙ্গে আমিও কাটা পড়ব

রুন্দু বেরিয়ে এলো
চাচাজী, আমি ভেবেছিলাম যে, এই গাছের কোটরে বসে লোকেদের ঠকিয়ে পয়সা হাতাব।
PRAN'S FEATURES

যখন মুখোশ খুলেই গেল, তখন এই পথিকের ব্যাগ ফেরত দিচ্ছি।

কার ফাঁদে কে

ডাকাত গোবর সিং-এর সঙ্গী কালু ও আলু খবর আনল
সর্দ্দার, চাচা চৌধরী ঘরের বাইরে শুয়ে আছে

এটা সত্যি খুব ভাল খবর। জাগা অবস্থায় ও ধরা দেবে না, ওকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই ধরতে হবে

যাও, ওকে খাটসমেত উঠিয়ে আনো

এসো কালু। যদি আমরা সফল হই, সর্দ্দার আমাদের প্রচুর বখশিস দেবে

ও গভীর নিদ্রায় মগ্ন

স-স-স। আস্তে বলো। ও
জেগে উঠলে মুশকিল হবে।

সাবধানে
ওঠাও।
চাচা চৌধুরী খুব
একটা ভারী নয়

চলো, সর্দার আমাদের
দেখেই প্রচণ্ড খুশী হবে
এই নাও সর্দার,
তোমার চিরশত্রু
হাজির
সাবাশ!
চাদর
ওঠাও।

এই নাও!

অ্যাঁ! একী?

তখনই পিছন থেকে
তাড়!
ওহ!
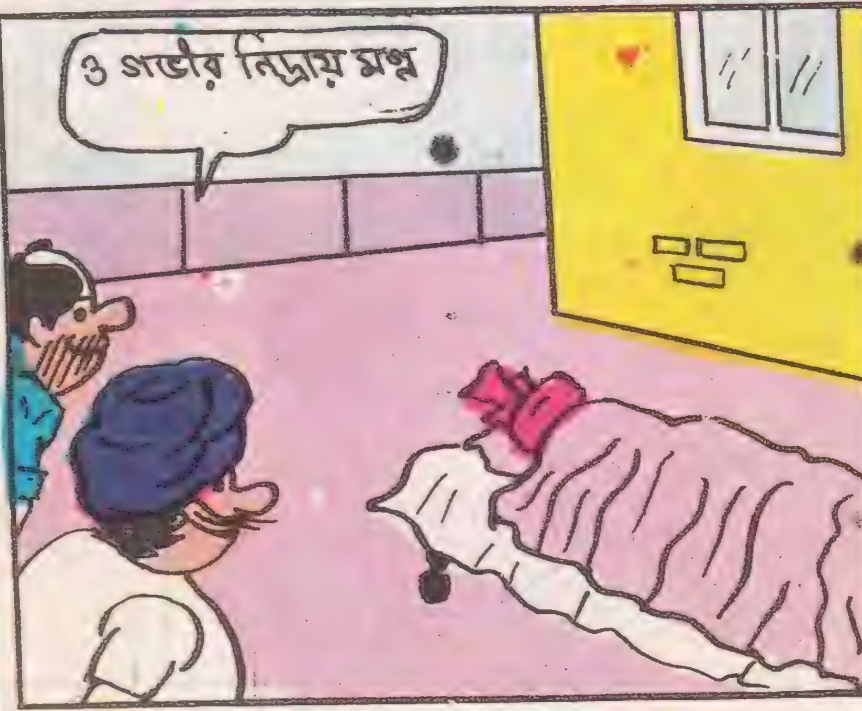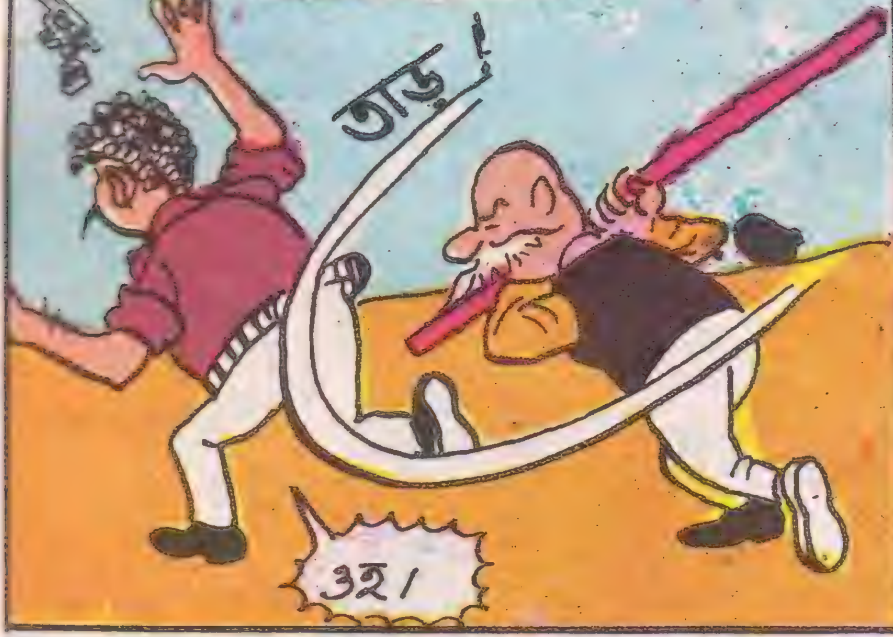
চাচা চৌধুরী এসে পড়েছে
পালাও!

বেঁচে পালাতে পারবে না

মাফ করে দাও
আর কখনও এমন করব না!

কালু-আলু! যাও, তোমাদের মাফ করে দিলাম। কেননা তোমাদের জন্যই ডাকু গোবর সিং-এর সন্ধান পাওয়া গেল, আর আমি ওকে ধরতে পারলাম
আমাদের জন্য?

যখন তোমরা খাট তুলে আনছিলে, তখন আমিও পেছনে পেছনে আসছিলাম
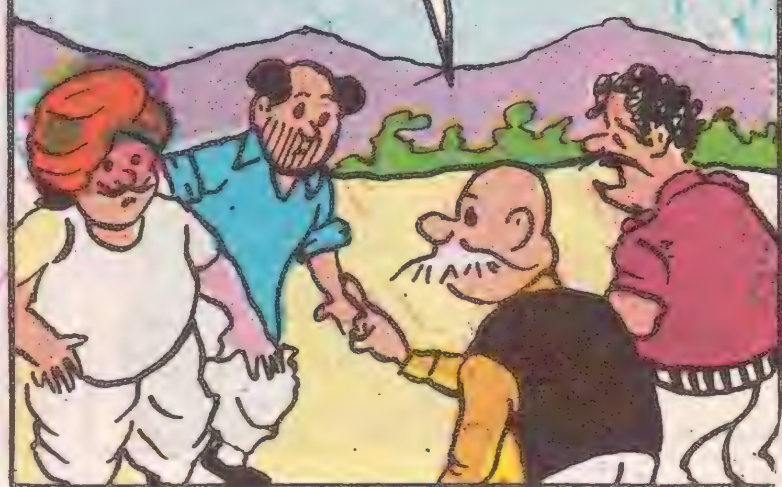
অলংকার প্রদর্শনী

ধমাকা সিং! শহরের মিউজিয়ামে মূল্যবান অলংকারের প্রদর্শনী হচ্ছে। এক-একটা গয়নার দাম কয়েক লাখ টাকা!

বাশা! এটা তুমি দারুণ খবর এনেছ!

আমরা যদি হানা দিয়ে সব গয়না উড়িয়ে দিই, তো বাকি জীবনটা আরামে কাটবে।

তুমি কি ওটা দেখে এসেছ?

হ্যাঁ। ওতে শুধু দেশেরই নয়, বিদেশেরও হীরে-মুক্তো বসানো অলংকার প্রদর্শিত হচ্ছে।
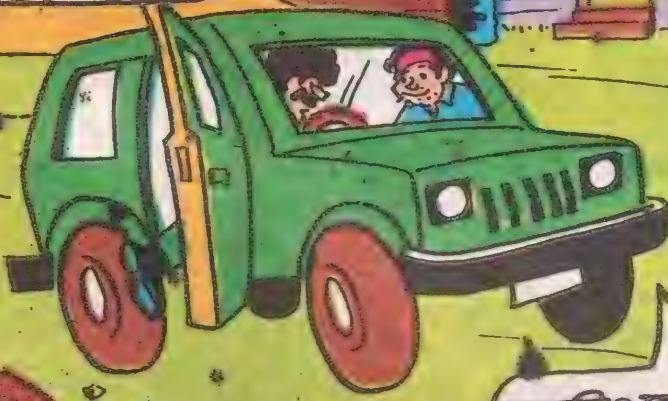
ওগুলো বিক্রী হবার আগেই তুলে নেওয়া উচিত।
আমিও তোমার সঙ্গে একমত।

গাড়ীর গতি বাড়াও। কয়েক মিনিটে ওখানে পৌঁছে যাব।

অলংকার প্রদর্শনী
ধমাকা সিং! একটা মুস্কিল আছে। ওখানে আবু পাহারা দিচ্ছে। স্টেনগান ভেতরে নিয়ে যাব কি করে?
তারও উপায় আছে।

আমি চাদর ঢেকে নিয়েছি। এবার কেউ জানতে পারবে না যে, এর ভেতরে হাতিয়ার আছে।

চল, ভেতরে যাই।

বাহ! হীরের এই হারটা দারুন! দাম দশ লাখ টাকা। এটা কোন মহারানী অথবা ফিল্ম এ্যাকট্রেসই কিনতে পারবে।
কানের দুল... পনেরো লাখ টাকা।
মুকুটের দাম পঞ্চাশ লাখ টাকা। সত্যিই উত্তম কারিগরির নমুনা।
Rs.10,00000

ওস্তাদ! হলে চাচা চৌধুরী অলংকারের ওপর নজর রাখছে
আমি এত দূর এসে খালি হাতে ফিরতে চাই না।

খবরদার! কেউ নিজের জায়গা থেকে নড়বে না। বাশা... সব গয়না থলেতে পুরে নাও।
Rs.10,00000
ওহো হ!

তুমি এটা করতে পার না।
চৌধুরী! তুমি একটু নড়লেই চল্লিশটা গুলি তোমার শরীরে ঢুকিয়ে দেব।
Rs.10,00000
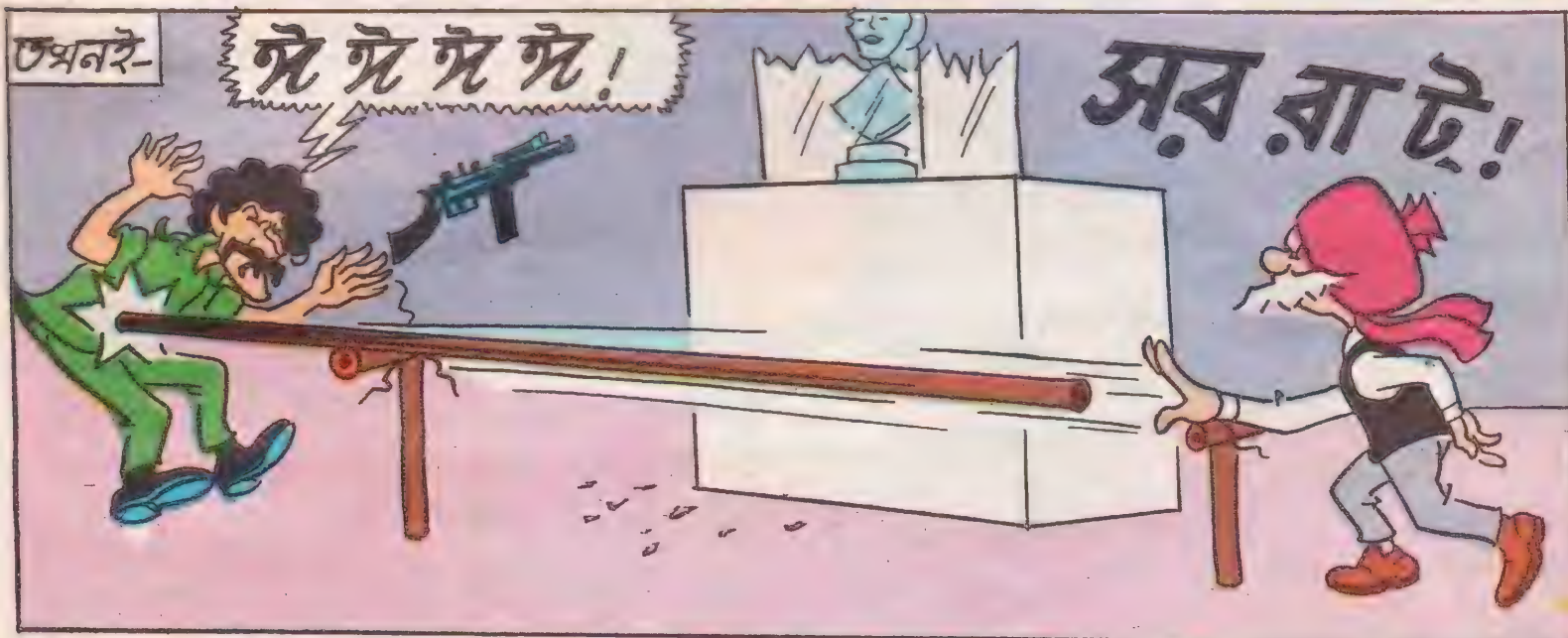
কড়াক্কক!!

তুমি অনেক মুকুট পরে নিয়েছ। এবার এটা আমাদের কাজে আসবে।

অমনই-
ঈঈঈঈ!
সর রা ট্!

সব গয়না পুরে নিয়েছি।
পালাও!

আবু! ধর ওদের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা অনেক দূরে চলে যাব।

হু-হুবা!
ওয়াফ!!

ধড়াকক!

ওহোহ! একি?

আমাদের গাড়ী পাঁপড় হয়ে গেছে।
সব গয়না আবার মিউজিয়ামে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

ট্রাকের দাবীদার

চুপাকক!

ওহো হ!

সামনে কেউ রাস্তা আটকে রেখেছে।
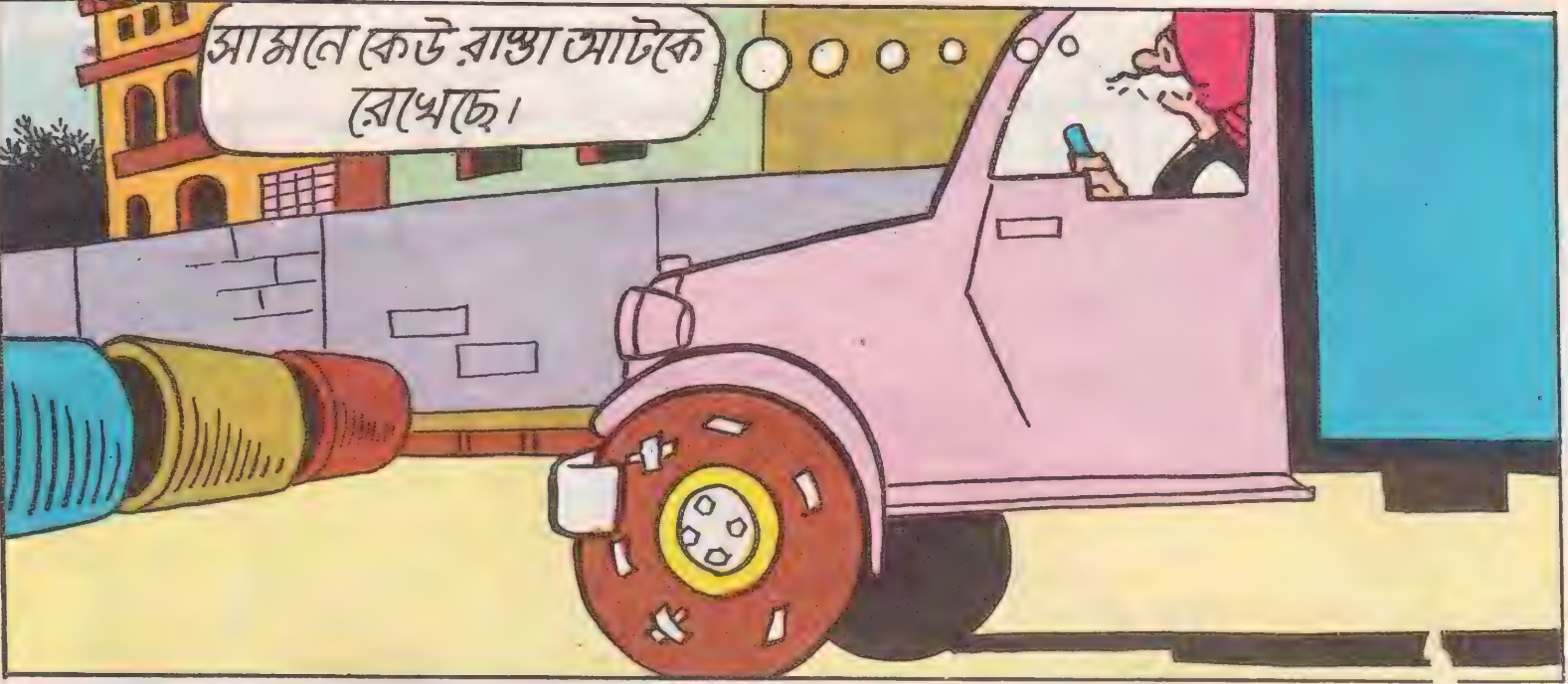
তুমি আমার কাপড় নোংরা করে দিয়েছ।
আমি দুঃখিত। কাপড় কাচার পয়সা আমি দিয়ে দিচ্ছি।

না! আমি এই ট্রাকটা চাই। নয়তো এই বন্দুক দেখছ?

ট্রাক আমি তোমাকে দিয়ে দিতাম। কিন্তু এর মালিক দু জন। আমার পার্টনার পেছনে বসে আছে। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে নাও।

এটা কোন ব্যাপারই নয়।

ট্রাকের দ্বিতীয় মালিক বেরিয়ে এসো। নয়তো আমি দরজা ভেঙ্গে ফেলব।

তুমি কিছু বলছ?
?!

বাপ্‌রে! পালাও!

চলুন, চাচাজী! রাস্তা সাফ করে দিয়েছি।

পরের দিন—
বিশার! ঐ বিশাল লোকটার সামনে আমার মামুলী কার্তুজ কি করবে?
লুকা! তোমার অটোমেটিক স্টেনগান চাই। এটা এক সঙ্গে একশোটা ফায়ার করে।
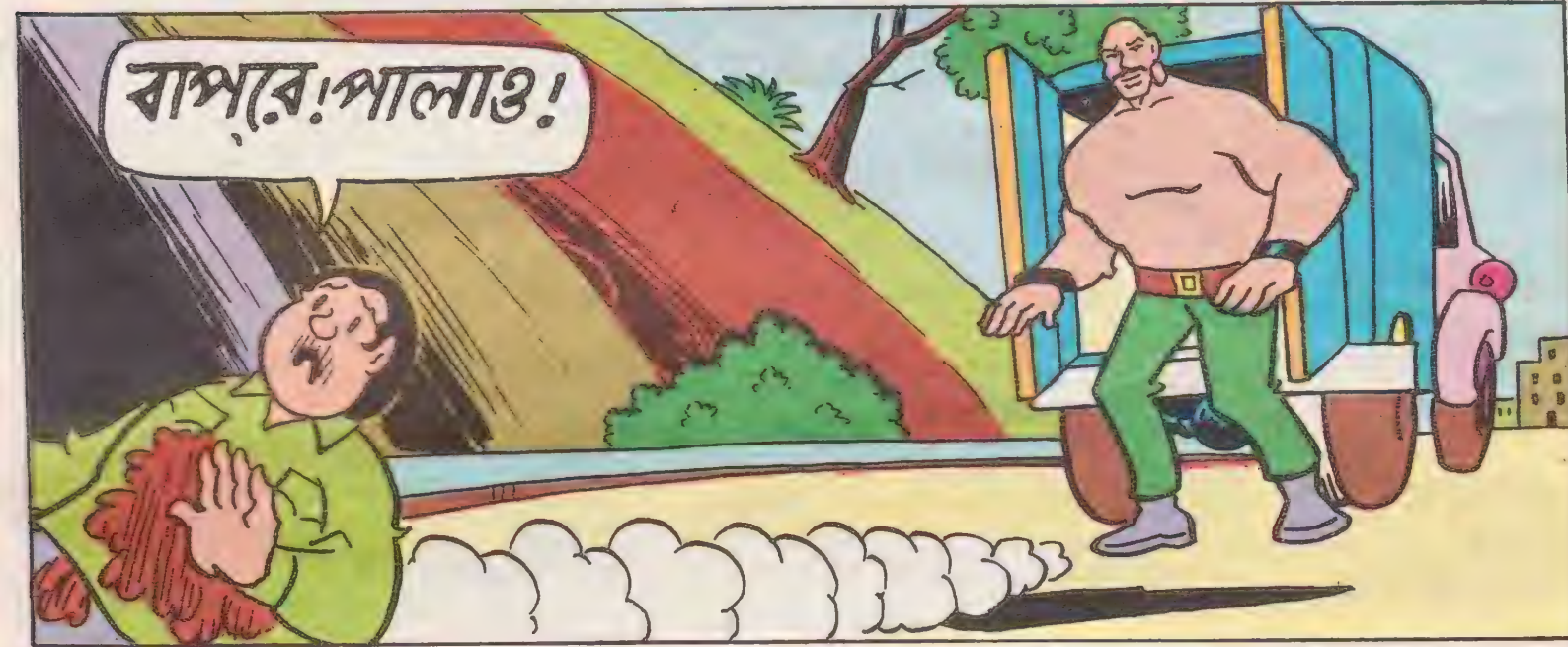
হ্যাঁ! এর সামনে ও টিঁকতে পারবে না।

ঐ লম্বু প্রায়ই নদীর ধারে ঘুরতে যায়।
ঠিক আছে। ওকে মেরে ট্রাক নিয়ে নেব।

ঐ যে ও! হাতিয়ার লুকিয়ে ওকে কাছে আসার জন্য অপেক্ষা করা উচিত।

ওপারে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

ওখানে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? এই কাঠের পুল দিয়ে আমার কাছে এসো। আমি বন্ধুত্ব করতে এসেছি।

সংকোচ কোর না! এসো!

আসছি আমি।
ওহো হ! আমার পা তুলে পড়তেই আমার ওজনে ও তক্তা থেকে নীচে পড়ে গেল।

আ--আ--আ--আ!

এবার আর ও ট্রাক হাতাবার স্বপ্ন দেখবে না।
ধপ্‌প্‌প্‌প্‌!

উগ্রবাদী

কি চাই তোমার? না বলে ঢুকে পড়েছ কেন?

অফিসারদের বল যে,জেলে বন্দী আমার ছ'জন সাথীকে মুক্তি দিতে।নয়তো আমি এই মেয়েটাকে গুলি করে এর লাশ নীচে ফেলে দেব।

এই কাজটার জন্য আমি এক ঘন্টা সময় দিচ্ছি।

আমি ঐ উগ্রবাদীকে গুলি করে নীচে ফেলে দিচ্ছি।
না, শ্যামলাল! গুলি ঐ মেয়েটার না লেগে যায়।

মেয়েটাকে ছাড়াতে হবে।সময় বেশী নেই। আমাকে আমার বন্ধুর কাছে যেতে হবে।

ও কে, স্যার!
চাচা চৌধুরী!
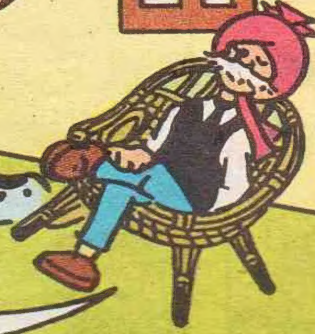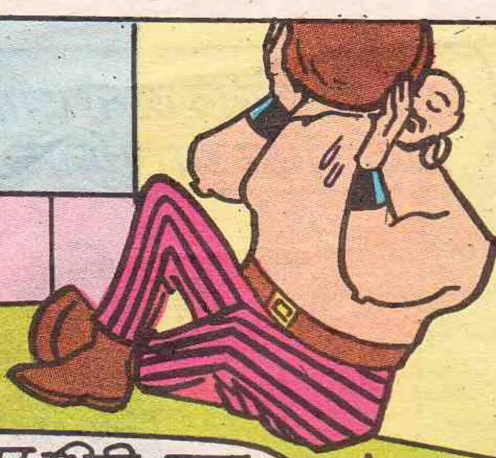
আজকাল স্লিম হওয়ার ফ্যাশন চলছে। আমি কোন হেল্থ ক্লাবের সদস্য হয়ে যাব?
কি দরকার, গিন্নী! রাতে নিজের সব সোনার গয়না জানলায় রেখে দিও। গরীব চোরের উপকার হবে আর তুমিও দু:খে পাতলা হয়ে পড়বে।

চৌধুরী! পুলিশ তোমার সাহায্য চায়। এক উগ্রবাদী এক যুবতীকে বন্ধক বানিয়ে নিয়েছে।

ও ওকে মেরে ফেলার ধমকী দিচ্ছে।
ইন্সপেক্টর! তুমি এগোও। আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছচ্ছি।
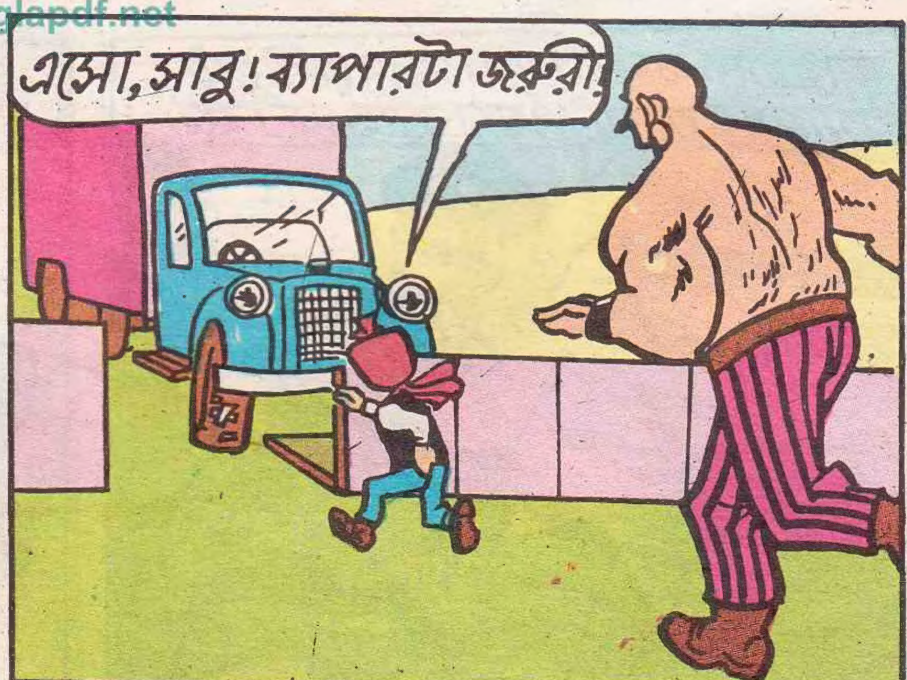
এসো, সাবু! ব্যাপারটা জরুরী।

ভয় হচ্ছে, আমরা পৌঁছবার আগেই সব যেন শেষ না হয়ে যায়।
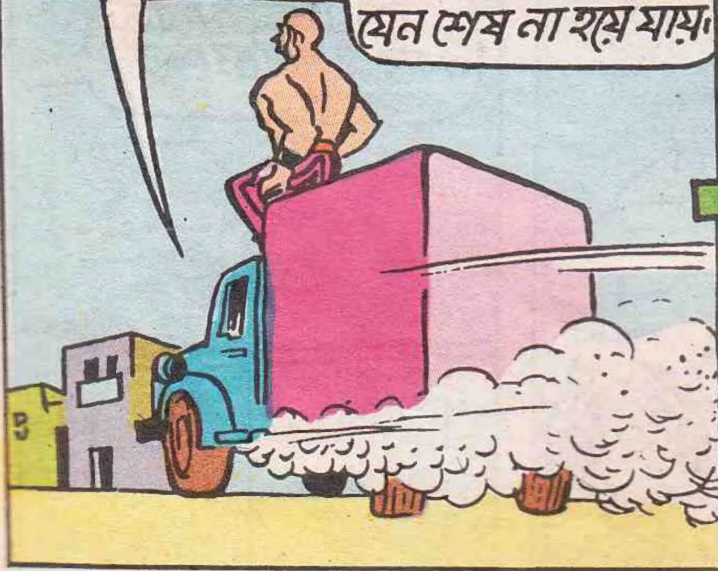
হো! হো! চাচা চৌধুরী! তোমার কোন চালাকি চলবে না। তোমার কাছে মাত্র ৫ মিনিট সময় আছে। আমার সাথীদের মুক্ত করে দাও। ওপরে আসার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি।

কথা দাও যে, ঘড়িতে চারটে বাজার আগে তুমি যুবতীকে মারবে না।

কথা দিলাম।

সাবু! বিল্ডিং-এর পেছনে এসো।
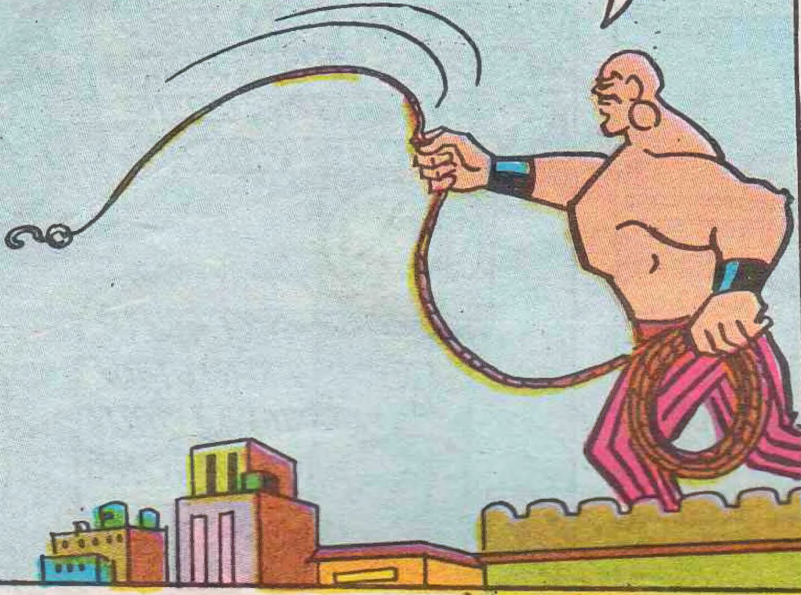
ঐ বাড়ীটার ছাদে......
...হুক আটকে গেছে। এবার ঐ পর্যন্ত যেতে পারি।
দেখ: ও দড়ির সাহায্যে এক বাড়ীর ছাদ থেকে অন্য বাড়ীর ছাদে যাচ্ছে।
কোন জাদুকর হবে।
হাত তাড়াতাড়ি এগোন উচিত।
এখনও পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক আছে।

☼ চাচা চৌধুরীর মগজ কম্প্যুটারের চেয়েও প্রখর।